Business Telegraph

CALCUTTA TUESDAY 7 FEBRUARY 2012

Kim Joong-Keun in Calcutta on Monday.
A Telegraph picture

Korea upbeat on Bengal

A STAFF REPORTER

Calcutta, Feb. 6: Calcutta-based firms have the capabilities to provide efficient back-end support to South Korean conglomerate Posco's proposed integrated steel plant in Odisha once the project materialises.

Kim Joong-Keun, ambassador of the Republic of Korea, said, "Calcutta can provide back-end support when Posco happens. This $12-billion steel mill project in Odisha is the single largest FDI in India." He was speaking at an interactive session by the MCC Chamber of Commerce & Industry here today.

He met state industry minister Partha Chatterjee and deliberated on investment and co-operation domains, including IT/ITeS, steel, power, engineering, petrochemicals, shipbuilding, automobile and food processing.

"Korean enterprises are mostly confined to New Delhi, Chennai, Bangalore and Hyderabad. But a large number of companies are exploring opportunities beyond these cities. Bengal has what it takes to become an attractive investment destination. I have requested the industry minister here to lead a business delegation to Korea," he said.

KOLKATA

THE HINDU • **BUSINESS LINE**
TUESDAY, FEBRUARY 7, 2012

'India, Korea must explore trading in new products of mutual interest'

Our Bureau
Kolkata, Feb.6

The Korean Ambassador, Mr Kim Joong-Keun, on Monday said that India and Korea should expand their merchandise trade basket by exploring new products of mutual interest to boost bilateral trade. The list of products currently being traded between the two nations has seen little change over the years, he pointed out.

"Even under the merchandise trade, list of products being traded between the two countries have not changed much over the years. While auto parts, vessels, synthetic resins, parts for wireless telecommunication equipments form the key products of exports from Korea; intermediate goods and raw materials are some of the key imports from India," Mr Joong-Keun said at an interactive session organised by the MCC Chamber of Commerce and Industry here on Monday.

Bilateral trade between India and Korea grew 20 per cent to 20.6 billion in 2011. Korea's exports to India grew 11 per cent while its imports grew 40 per cent.

However, despite the growth, Korea's share in India's global trade volume is less than three per cent and its foreign direct investment in India accounts for only 1.3 per cent of Korea's total outbound FDI flow, he pointed out.

There was scope for deepening and expanding the trade relations between the two nations, he said.

Bartaman, 07.02.12, Printed at Kolkata

কোরিয়ার দূতের মতে পঃবঙ্গেও রয়েছে শিল্প পরিকাঠামো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও শিল্প গড়ার সব রকম পরিকাঠামো রয়েছে। সোমবার মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে একটি আলোচনা সভায় এমনই জানালেন ভারতে নিযুক্ত কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত কিম জুং কিউন। তিনি জানান, এ রাজ্যে রেল, সড়ক এবং বন্দরের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভালো। পাশাপাশি কারখানা গড়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশও রয়েছে। এতদিন দিল্লি, বেঙ্গালুরু এবং পুণের মতো রাজ্যে বিনিয়োগ করেছে কোরিয়ান শিল্পপতিরা। এবার তাদের নজর পশ্চিমবঙ্গে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার যে শিল্পের প্রতি আগ্রহী, তা তাঁর দেশের শিল্পপতিদের অজানা নয় বলে জানান কিম জুং। রাজ্যে শিল্প গড়ার জন্য এদিন মহাকরণে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাঁকে কোরিয়া যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান রাষ্ট্রদূত। আই টি, স্টিল, বিদ্যুৎ, পেট্রকেমিকেল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তাঁর দেশের শিল্পপতিরা। এদিকে আজ মঙ্গলবার মল্লিকা শ্রীনিবাসনের নেতৃত্বে একটি দল মহাকরণে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন।

ভোরের বার্তা Wednesday, 8 February, 2012

পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষ আগামী দিনে কোরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : ষাট বছর আগের কথা। কোরিয়া যুদ্ধের ফল স্বরূপ দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা তলানিতে এসে ঠেকেছিল। তবে ভারতবর্ষেরও স্বাধীনতা উত্তর কালে আর্থিক অবস্থা ধীর গতিতেই চলতে শুরু করেছিল। 'হিন্দু আর্থিক বৃদ্ধি'র সমালোচনা বুকে নিয়ে ভারতবর্ষেরও পথ চলা। তবে দিন বদলেছে। কোরিয়ার আর্থিক বৃদ্ধির হার সেদিনের তুলনায় ৪০০ গুণ বেড়েছে। কম করে যা এক ট্রিলিয়ান আমেরিকান ডলারের সমান। ভারতও ধীরে ধীরে তার আর্থিক বৃদ্ধির হার এক উন্নত এবং স্থিতাবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। তাই দুটি দেশই বর্তমানে বাণিজ্যিক দিক থেকে অনেক বেশি পরিণত। বিদেশে বাণিজ্যের পরিমাণও ধীরে ধীরে বেড়েছে।

তবে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত কিম জং-কিয়ন ভারত-কোরিয়া সম্পর্কের মধ্যে ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরে আগামী দিনের বাণিজ্যিক নীতি নির্ধারণের পথকে তুলে ধরেছেন। তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল দু'দেশের বাণিজ্য ধীরে ধীরে বাড়লেও। ভারতের দিক থেকে বাণিজ্যিক ঘাটতি কিন্তু সে পরিমাণ কমে আসেনি। ২০০৯ থেকে ২০১০-এর দু'দেশের বাণিজ্যিক পরিমাণকে তুলে ধরলে দেখা যায় আগের থেকে ৪০ শতাংশ বেড়েছে। তবে ভারতের তরফ থেকে রপ্তানির পরিমাণ ৩৭ শতাংশ বাড়লেও কোরিয়ার তরফ থেকে রপ্তানি বেড়েছে ৪২ শতাংশ। তবে দুই পক্ষ থেকে যে চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে ভারতীয় বাণিজ্যমন্ত্রী আনন্দ শর্মার তত্ত্বাবধানে। যা ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হয়েছে। তাতে মূল উদ্দেশ্য ছিল বছরের দু'দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৩.৩ বিলিয়ান আমেরিকান ডলার। ২০১৪ সালের মধ্যে সামগ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৩০ বিলিয়ান আমেরিকান ডলার। তবে কিম জং-কিয়ন-এর বক্তব্যে বারবার ভারতবর্ষের সঙ্গে কোরিয়ার শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্কই নয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। যেভাবে ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে পৃথিবীর মধ্যে লগ্নির উন্নত বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হচ্ছে তাতে আগামী দিনে ভারতের লগ্নির বিষয়ে কোরিয়া সরকার আরও বেশি করে চিন্তাশীল হবে। আর্নেস্ট এবং ইয়ং-এর যে সমীক্ষা তাতে জানা গেছে ব্রাজিলের পরই ভারতের লগ্নির পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। বিদ্যুৎ, জাহাজ তৈরি, প্রতিরক্ষা, পেট্রো কেমিকেল এবং রাসায়নিক বিষয়গুলিতে কোরিয়ার শিল্পগোষ্ঠীগুলি বেশি করে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছে। তিনি আরও মনে করেন ভারতে আগামী দিনের যেভাবে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে তাতে কোরিয়া ভীষণভাবে আগ্রহী। এই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটিতে ২০২০ সালের মধ্যে ভারতের সামগ্রিক উৎপাদনের পরিমাণ ৪০০ বিলিয়ান আমেরিকান ডলারে গিয়ে পৌঁছাবে। কোরিয়া যেভাবে ধীরে ধীরে ইলেক্ট্রনিক হার্ডওয়ার, সফটওয়্যার, টেলিকম ক্ষেত্রে নিজেদের বিকাশ ঘটিয়েছে তাতে ভারতের মতো দেশগুলিতে তাদের চাহিদা আগামী দিনে আরও বাড়বে।

২০৩২ সালের মধ্যে ভারত ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে আগ্রহী। পারমাণবিক শক্তির মধ্য দিয়ে এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোরিয়ার মতো দেশের সাহায্য নিতে পারে বলে তারা মনে করেন। আগামী দিনে ১০০ বিলিয়ান আমেরিকান ডলার বিনিয়োগ হতে পারে প্রতিরক্ষার হাতে। মূলত প্রতিরক্ষার জন্য যে আধুনিকিকরণের প্রয়োজন রয়েছে সেটাই হবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই কোরিয়া যেভাবে তার প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটিয়েছে তাতে দুই দেশের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রতিরক্ষা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে পারে।

ভারত-কোরিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা সভায় কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত কিম-জং কিয়ন (মাঝখানে) ও অন্যান্যরা। ছবি : দেবাশীষ দাস

জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে কোরিয়ার স্থান অনেকটাই ওপরে। সারা পৃথিবীর ৩৬ শতাংশ জাহাজ নির্মাণের যে বাজার রয়েছে তা কোরিয়া দেখাবে। ভারতও তাদের বাজারকে বর্তমানে ২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নিয়ে যেতে আগ্রহী। এই ক্ষেত্রে কোরিয়া প্রযুক্তিগত সাহায্য ভারতবর্ষকে দিতে পারে।

তবে সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গও যে কোরিয়ার কাছে বিনিয়োগের এক বড় ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে সেকথা তিনি তুলে ধরেন। বর্তমান সরকারের শিল্প নীতিকে সমর্থন করে তিনি বলেন যেভাবে এক জানালা ব্যবস্থার সৃষ্টি করে লাইসেন্স পাওয়া এবং সময়ের সংকোচনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা সামগ্রিকভাবে আগামী দিনে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক স্থান হিসেবে পরিচিত হবে পশ্চিমবঙ্গ। তথ্যপ্রযুক্তি, স্টীল, বিদ্যুৎ, পেট্রো কেমিকেল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সমস্ত ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের আগামী দিনে কোরিয়ার কাছে বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

রাস্তায় বের হলেই যে সমস্ত সংস্থাগুলির নাম চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার মধ্যে হুন্ডাই মোটর, স্যামসাঙ ইলেক্ট্রনিক্স, এলজি ইলেক্ট্রনিক্স আরও কত কি। কখনও কখনও মনে হয় এরা যেন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে ভারতেরই হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে বাণিজ্যের ধারণাই গেছে বদলে। তাই কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের কথাতেও সেই ছোঁয়া বারবার করে উঠে এসেছে। তবে আগামী দিনে ভারতেরও যে 'লুক ইস্ট' নীতি রয়েছে তাতে কোরিয়াও এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পূর্বপ্রান্তে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ দ্বার তাই লগ্নির ক্ষেত্রে এই রাজ্যেরও অসীম গুরুত্ব রয়েছে। 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে' এই নীতিতেই আগামী দিনে ভারত-কোরিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইতিবাচক পথে এগোবে।

प्रभात खबर कोलकाता, मंगलवार, 7 फरवरी, 2012

बंगाल से बेहतर संबंध बनायेगा कोरिया

भारत व कोरिया के बीच वीसा समस्या के निबटारे के लिए करार जल्द

कोलकाता : कोरियाई कंपनियों की भारी मौजूदगी भले ही अन्य राज्यों में हो, पश्चिम बंगाल में उसकी उपस्थिति नहीं है. इसके लिए पूर्व की सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं. हालांकि अब वक्त आ गया है कि बंगाल के साथ बेहतर संबंध बनाना शुरू किया जाये.

व्यापारियों को न्योता

कोरिया के राजदूत किम जूंग किउन ने सोमवार को मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआइ) की ओर से आयोजित एक परिचर्चा में उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा कि राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी मैंने आज मुलाकात की है. साथ ही राज्य के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को कोरिया आने का न्योता भी दिया है. श्री किउन ने कहा कि सरकारी नीतियों के कारण ही भारत आनेवाली अधिकतर कंपनियों ने दूसरे राज्यों के शहरों में डेरा जमा लिया था.

कोलकाता सपोर्टिंग स्थान

उन्होंने कहा कि ओड़िशा में पॉस्को का कारखाना चालू होने के बाद कोलकाता सपोर्टिंग स्थान होगा. बंगाल भौगोलिक दृष्टि से बेहतर है. यहां बंदरगाह भी है. श्री किउन ने बताया कि भारत और कोरिया के बीच वीसा की समस्या को दूर करने के लिए मार्च के अंदर एक करार पर हस्ताक्षर होगा, जिसमें यह तय होगा कि दोनों ही देश पांच दिनों के भीतर वीसा जारी कर दें.

उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच साझा व्यापार 2011 में 20.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा. इसके 2014 में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का लक्ष्य है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि 2020 तक व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है.

एमसीसीआइ के कार्यक्रम में कोरिया के राजदूत व अन्य. फोटो। प्रभात खबर

प्रभात वार्ता
कोलकाता • मंगलवार • 7 फरवरी 2012

वाम नीतियों से विमुख हुए निवेशक : किम

कोलकाता, कार्यालय संवाददाता

भारत में कोरिया के राजदूत किम जूंग केयून ने कोरियाई निवेशकों के पश्चिम बंगाल से दूरी बनाने के लिए पूर्व की वाम सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सोमवार को मर्चेन्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित भारत-कोरिया द्विपक्षीय व्यापार व निवेश परिचर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने अपनी राय रखी।

गौरतलब है कि कोरियाई कंपनियों द्वारा दिल्ली, चेन्नई, पुणे व ओड़िसा में निवेश किये गये हैं. परिचर्चा में मर्चेन्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दीपक जालान व कोरिया में भारत के कांसुलेट जनरल राजीव कौल ने राज्य में निवेश के प्रति कोरिया के राजदूत की राय जाननी चाही। अपने जवाब में कोरिया के राजदूत केयून ने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल के प्रति उनके देश के निवेशकों का रुख बदला है। कोरियाई राजदूत ने बताया कि सोमवार को उन्होंने राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री ने सरकार की नीतियों में बदलाव लाए जाने की बात कही जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिल सके। बैठक में राजदूत ने राज्य सरकार के व्यापार प्रितिनिधि दल को कोरिया आने का न्यौता दिया। राजदूत केयून ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ सर्विस क्षेत्र में निवेश को लेकर मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है। वीसा मामले में आ रही अड़चन पर कोरियाई राजदूत ने कहा कि इस मामले पर गृह मंत्रालय के सचिव के साथ उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सचिव ने वीसा मिलने पर हो रही देरी पर रिपोर्ट तलब की है व उनकों भी जानकारी देने की अपील की। भारत के साथ बेहतर बनते संबंधों पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि असैनिक परमाणु सहयोग के साथ ही अन्य क्षेत्रों में दोनों देश मिल कर काम करेंगे।

मर्चेन्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित भारत-कोरिया द्विपक्षीय व्यापार व निवेश परिचर्चा में वक्तव्य रखते भारत में कोरिया के राजदूत किम जूंग केयून, परिचर्चा में उपस्थित एमसीसी के उपाध्यक्ष दीपक जालान व कोरिया में भारत के कांसुलेट जनरल राजीव कौल। • प्रभात वार्ता

राजस्थान पत्रिका
कोलकाता . मंगलवार
07.02.2012

मर्चेंट चैंबर ऑफ कामर्स की पहल पर हुई उद्यमियों एवं उद्योगपतियों से मुलाकात

निवेश के लिए अब बंगाल होगा अगला पड़ाव

कोलकाता

उड़ीसा में पोस्को से शुरुआत हुई और अब बंगाल अगला पड़ाव होगा। गणतांत्रिक कोरिया के राजदूत किम जुंग कियोन ने सोमवार को मर्चेंट चैंबर आफ कामर्स की पहल पर इंडो कोरिया बाइलैटरल ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट पर आयोजित परिचर्चा में यह भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रस्ताव दिया था और अब नई सरकार के आने के बाद कोलकाता ही हमारी मंजिल है। भारत में हुए कुल विदेशी निवेश में कोरिया की भागीदारी कुल 1.3 फीसदी है, लिहाजा इसमें आगे बढ़ने की भारी संभावनाएं हैं। अब यह उद्योगपतियों और बंगाल के सरकार की जिम्मेदारी है कि कोरिया से विदेशी निवेश को अपने यहां आकर्षित करने का प्रयास करें।

किम जुंग कियोन ने कहा कि कोरिया और पश्चिम बंगाल के बीच व्यापार और निवेश की ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं जिसका दोहन अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए इन क्षेत्रों में निवेश की काफी गुंजाइश हैं। उन्होंने कुछ क्षेत्रों की पहचान भी की है। पश्चिम बंगाल कृषि, मत्स्य उत्पाद, लौह, खनिज, कपड़ा और रसायनिक उत्पाद में संपन्न है और इन क्षेत्रों में कोरिया के साथ व्यापार एवं निवेश की प्रचूर संभावनाएं हैं।

उन्होंने भारत में कोरियाई निवेश का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तक तो यह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों या दक्षिण में चेन्नई, बेंगलूर और हैदराबाद तक ही सिमटा रहा है। अब कोरिया की कंपनियां इस सीमा के पार जा कर निवेश करने का मन बना रही हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल बहुत ही मुफीद नजर आता है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में निवेश को आकर्षित करने के सारे पड़ाव मौजूद हैं। इस राज्य में रेल, सड़क और बंदरगाहों का एक बढ़िया नेटवर्क है। यहां बिजली की उपलब्धता भी है, व्यवसाय एवं उद्योगों के लिए एक दोस्ताना माहौल है और इसके साथ ही उद्यमियों एवं पेशेवर मानव पूंजी का भी कोई संकट नहीं है। इसके साथ ही ममता बनर्जी के गतिशील नेतृत्व में एक सरकार बनी है जो व्यावसायिक प्रयासों के लिए सहायक होने के साथ ही निवेश करने को प्रोत्साहित करती है।

कियोन ने कहा कि उनकी जानकारी में आयी है कि सरकार ने व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की एक कोर कमेटी बनायी है जो राज्य में औद्यौगिकीकरण को प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है जो निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने की अवधि को महीनों से घटा कर कुछ दिनों में ला दिया है। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि इससे पश्चिम बंगाल देश के अंदर विदेशी निवेशकों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि कोरिया के उद्यमी बंगाल में आईटी और इससे जुड़े सेवा के क्षेत्र में काफी संभावनाएं देख रहे हैं। चैंबर उपाध्यक्ष दीपक जालान ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया।

मर्चेंट चैंबर आफ कामर्स के कार्यक्रम में गणतांत्रिक कोरिया के राजदूत किम जुंग कियोन, कौंसल जनरल राजीव कौल और चैंबर के उपाध्यक्ष दीपक जालान। पत्रिका

कोरियनों के दिल में बसे हैं कविगुरू टैगोर

किम जुंग कियोन ने कहा कि आपके कविगुरू रविंद्रनाथ टैगोर आज भी हमारे आत्मविश्वास और उम्मीदों को जगाते हैं। जब कोरिया जापान का उपनिवेश था तब उन्होंने लिखा था 'एशिया के स्वर्णिम युग में कोरिया इसकी अलख जगाता था और आज भी पूर्व में इसके अलख जगाने का इंतजार है।' (कार्यालय संवाददाता)

सन्मार्ग
कोलकाता, मंगलवार
7 फरवरी, 2012

निवेश के लिये बेहतर माहौल देगी राज्य सरकार

कोलकाता : राज्य के उद्योगमंत्री पार्थ चटर्जी ने कोरियाई राजदूत को भरोसा दिलाया है कि कोरियाई निवेशक अगर राज्य में निवेश करना चाहें तो राज्य सरकार उन्हें बेहतर माहौल उपलब्ध करवायेगी। एमसीसी चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से सोमवार को आयोजित विमर्श सत्र में कोरिया के राजदूत किम जुंग किओन ने कहा कि पार्थ चटर्जी ने दोपहर को उनसे मुलाकात कर राज्य सरकार की मौजूदा उद्योग नीति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि चटर्जी ने अपनी नीतियों के बारे में हर जरूरी पहलु पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि तृणमूल की सरकार ने उद्योग नीति में व्यापक बदलाव किये हैं ताकि अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

उन्होंने कहा–पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण कोरियाई निवेशक बंगाल की जगह दूसरे राज्यों की ओर रुख करने लगे लेकिन अब जब नीति में बदलाव किये गये हैं तो मुझे लगता है कि अब कोरियाई निवेशक बंगाल में निवेश शुरू करेंगे। राज्य पूर्वी भारत का दिल है। यहां बंदरगाह हैं और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द यहां निवेश शुरू होगा। किम जुंग किओन ने कहा कि पार्थ चटर्जी के साथ मैन्यूफैक्चरिंग, सेवा और दूसरे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण चेंबर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक जालान ने दिया। कार्यक्रम में कोलकाता में कोरिया के कांसुल जनरल राजीव कौल सहित अन्य उपस्थित रहे।

TUESDAY 07-02-2012, AABSHAAR, KOLKATA

کوریا کے ایچ۔ای۔ مسٹر کم جونگ کیون ایم سی سی کے صدر دیپک جھالان سے ملاقات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی میٹنگ میں ملاقات کے دوران (اقبال خان)

HINDUSTAN TIMES, KOLKATA
TUESDAY, FEBRUARY 7, 2012

South Korea explores investment options

KOLKATA: South Korea thinks there is a lot of potential for its entrepreneurs in firms in West Bengal in sectors like IT, IteS, steel, power, petrochemical and food processing. South Korean Ambassador Kim Joong-Keun said, "The state has a new government under dynamic leadership of Mamata Banerjee, who encourages investments." **HTC**